JUN. 18 2001

নকলের দায়ে বহিষ্কৃত ছাত্রদের নৃশংসতা

কলেজ শিক্ষক বিনয়ের পাশে কেউ নেই

শহীদুল ইসলাম

নকল করার অপরাধে বহিষ্কৃত কয়েকজন ছাত্রের নৃশংস হামলার শিকার কলেজ শিক্ষক বিনয় কুমার ভৌমিক (৫২) হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। তার অবস্থা এখন সংকটাপন্ন। প্রায় অচেতন অবস্থায় গত ১৩ দিন ধরে তিনি হাসপাতালের বিছানায় পড়ে আছেন। এক দফা শরীরে অস্ত্রোপচার হয়েছে। আবারও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে, একাধিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিনয় কুমার ভৌমিকের পরিবারের সদস্যরা গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটালেও সরকারের কোনো মহল তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তবে গত বুধবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

১৩ দিন ধরে হাসপাতালের বিছানায় বিনয় ভৌমিক —প্রথম আলো

কলেজ শিক্ষক বিনয়ের পাশে কেউ নে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক আলী আসগর আহত বিনয় কুমারকে দেখতে গিয়ে ঘটনার বর্ণনা শুনে তার পরিবারকে এ ব্যাপারে বোর্ডের কাছে দরখাস্ত করার পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। তিনি এ ব্যাপারে আর্থিক কোনো সহায়তার আশ্বাস দেননি। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নকল রোধে কোনো শিক্ষক বা পরিদর্শক আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের বহন করার কথা।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব অধ্যাপক মোঃ মোখলেসুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বোর্ডের চেয়ারম্যান বিনয় কুমারকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি তার পরিবারকে বোর্ডের কাছে দরখাস্ত করতে বলেছেন। বোর্ড তদন্ত করে দেখবে বিনয় কুমার নকলবাজদের হামলার শিকার হয়েছেন কিনা। ঘটনা সত্য হলে বোর্ড তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করবে।

উল্লেখ্য, গত ১২ মে ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকায় বাসার কাছে একদল সন্ত্রাসী স্থানীয় সরকারি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিনয় কুমারকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে নকল করার অভিযোগে কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করায় প্রতিহিংসাপরায়ণ ছাত্ররা তার ওপর এই নৃশংস হামলা চালায় বলে জানা গেছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ধানমন্ডির মাউন্টি হাসপাতালের ১০২/এ নম্বর কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, বিনয় কুমার বিছানায় একপ্রকার অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছেন। কিছু সময় পর পর ছোট ভাই শ্যামলকে ইশারায় ডাকছেন। কিন্তু কিছুই বলতে পারছেন না। চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে, বিনয় কুমারের অবস্থা আগের চেয়ে সামান্য উন্নতির দিকে। গত বৃহস্পতিবার থেকে অবস্থার অবনতি হয়েছে। এর আগে গত শনিবার তার মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তবে মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে পুঁজের সৃষ্টি হওয়ায় পুনরায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে।

ছোট ভাই শ্যামল গতকাল প্রথম আলোকে জানান, তার ভাই বিনয় কুমার সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে পরিদর্শকে দায়িত্ব পান। গত ১২ মে ইংরেজি দ্বিতী পত্র পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে তি একাধিক ছাত্রকে বহিষ্কার করেন এ আরো কয়েকজনের খাতা কেড়ে নে ওইদিন বিকেলে তার ভাই নিউমার্কেট য কিছু কেনাকাটার জন্য। কেনাকাটা শে করে সন্ধ্যার পর বাসায় ফেরার প গোয়ালচামট এলাকায় ওত পেতে থা একদল সন্ত্রাসী তার ওপর হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে এ লাঠিপেটা করে তার দাদাকে মারাত্ম জখম করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার প তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ফরিদপু জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখান থেকে পরদিন তাকে ঢাকা পাঠানো হয়। তাদের সন্দেহ বহিষ্ক ছাত্ররাই এই হামলা চালিয়েছে। কার কারো সঙ্গে কোনো ব্যাপারেই তার শত্রুত নেই।

ফরিদপুরের একটি সূত্র জানায়, বিন কুমারের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা পরিবারের সদস্যরা থানায় কোনো মামল করেননি। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য থানায় একটি মামলা হয়েছে। তবে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ঘটনার প ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক ও পুলি সুপার বিনয় কুমার ভৌমিকের পরিবারে সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সন্ত্রাসীদে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশ সুপার পরিবারে সদস্যদের আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু গত ১৩ দিনেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

পরিবারের সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে মুহূর্তে সারা দেশে নকলের বিরুদ্ধে সরকার ও সচেতন মহল সোচ্চার হয়ে উঠেছেন ওই মুহূর্তে নকলবাজ ছাত্রদের হামলার শিকার হলেন বিনয় কুমার। অথচ প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। সরকারের কাছ থেকেও তারা এ পর্যন্ত কোনো সহায়তা পাননি। গত ১৩ দিনে চিকিৎসা বাবদ তাদের প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। হাসপাতালে প্রায় সব টাকাই বকেয়া পড়েছে। সঙ্গত কারণেই কর্তৃপক্ষ টাকার জন্য তাদের তাগাদা দিচ্ছেন। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে বকেয়া পরিশোধ করা সম্ভব